তারিখ ... 0.9 SEP 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ

পরিচয়পত্র দেখে ছাত্রদের হলে ঢুকানো হলো

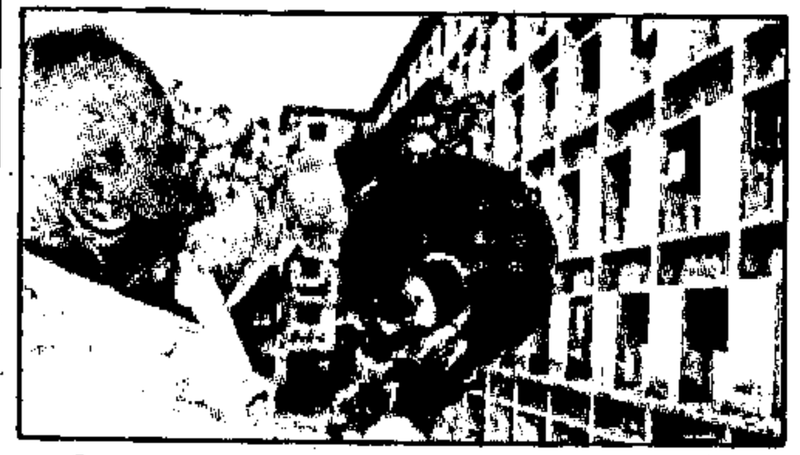

মুহসীন হলে পরিচয়পত্র চেক করে ঢোকানের পূর্বে ঘন্টা বাজিয়ে ছাত্রদের হল থেকে বের হতে বলা হয় -জনকণ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্র ও বহিরাগতমুক্ত করার জন্য রবিবার দিনভর হলে হলে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বহিরাগতরা যাতে হলে অবস্থান করতে না পারে সেজন্য সকাল থেকেই সকল ছাত্রকে হল থেকে বের করে দিয়ে আবার পরিচয়পত্র দেখে ঢুকতে দেয়া হয়। দু'টি হল বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ সফল হয়। তবে মুহসীন ও এফ রহমান হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীদের মধ্যে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়।

ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-পা) ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যেকার ১০ দফা সমঝোতা চুক্তির অংশ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রবিবার অছাত্র ও বহিরাগতদের বের করে দেয়ার উদ্যোগ নেন। একই সাথে বিভিন্ন হল থেকে বের করে দেয়া ছাত্রদল এ ছাত্রলীগ কর্মীদের তাদের স্ব স্ব হলে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল ও এফ রহমান হল ছাড়া সকল হলেই ছাত্রদল-ছাত্রলীগ কর্মীরা সহাবস্থান করছে। উক্ত হল দুটোতেও আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে সহাবস্থান নিশ্চিত করা হবে বলে জানা গেছে।

পরিচয়পত্র পরীক্ষার সময় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রক্টর, প্রভোস্ট, হাউজটিউটর ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ সারাদিন বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষার কাজ শুরু হয় সকাল দশটায়। এর আগে হলে হলে ঘণ্টা পিটিয়ে ছাত্রদের হলগেটে জড়ো হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। মুহসীন হলসহ কয়েকটি হলে পুলিশ হ্যান্ডমাইকে সকল ছাত্রকে নিচে নামার অনুরোধ জানায়। ছাত্রছাত্রীরা স্বতস্ফূর্তভাবে নিচে নেমে আসে। কেউবা বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে কক্ষের ভিতর চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকে। সকাল নয়টা থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে প্রতিটি হলগেট এলাকা মুখর হয়ে ওঠে। বহিরাগতরা মুখ নিচু করে কেটে পড়ে হল ছেড়ে। তবে গতকাল হলে হলে একটি কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তা হচ্ছে বহিরাগতরা ভুয়া পরিচয়পত্র সংগ্রহ করছে বা সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এদিকে সকাল দশটা বা তার কিছু আগে বা পরে হলে হলে ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয়পত্রের বৈধতা পরীক্ষা শুরু হয়। শিক্ষকরা প্রত্যেক ছাত্রকে কার্ড দেখে হলে প্রবেশের

(১৫ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

পরিচয়পত্র

(প্রথম পাতার পর)

অনুমতি দেন। মুহসীন হলসহ কয়েকটি হলে এ সময় পুলিশ ছাত্রদের দেহ তল্লাশি করে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ডঃ একেএম নুর-উন-নবী, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী খান সোহেলসহ শিক্ষক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন। পরিস্থিতি যাতে হঠাৎ করে অবনতি না ঘটে এজন্য শিক্ষক ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ গতকাল রাতেও বিভিন্ন হলে খোঁজ খবর নেন। আগামী দু'সপ্তাহ ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র হলগেট দিয়ে প্রবেশের সময় পরীক্ষা করে দেখা হবে।

এদিকে পরিচয়পত্র তল্লাশির এ সিস্টেমের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্ররা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কয়েকজন ছাত্র জানান, গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর জন্য হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর এ দুর্ভোগ দুঃখজনক।

ছাত্র সংগঠনগুলোর সমঝোতা চুক্তির প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো বহিরাগতমুক্ত করার লক্ষ্যে উপাচার্য পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতিতে পরিচয়পত্র দেখে ছাত্রদের হলে প্রবেশ করানো হয় -জনকণ্ঠ